মুক্ত হয়ে খালেদা জিয়া যা করতে পারবেন, যা পারবেন না

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে দুটি শর্তে ছয় মাসের জন্য মুক্তি দেয়া হচ্ছে। তার সাজা স্থগিত থাকায় অন্য বন্দির মত তিনি স্বাভাবিক চলাচলের সুযোগ পাবেন না।

নিজ বাড়িতেই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে সাবেক এই প্রধানমন্ত্রীকে। মঙ্গলবার বিকালে হঠাৎ করেই ডাকা এক সংবাদ সম্মেলনে খালেদা জিয়াকে মুক্তি দিতে সরকারের এ সিদ্ধান্তের কথা জানান আইনমন্ত্রী আনিসুল হক।

তিনি বলেন, মানবিক দিক বিবেচনায় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে দুই শর্তে তাকে মুক্তি দেয়ার এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। খালেদা জিয়া বাসায় থেকে চিকিৎসা নেবেন এবং বিদেশ যেতে পারবেন না- এমন শর্তে তাকে মুক্তির সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেন, ‘মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আমার কাছে একটা দরখাস্ত করেছিলেন, খালেদা জিয়াকে নির্বাহী আদেশে মুক্তি দেয়ার জন্য। সেখানে অবশ্য উনি বলেছিলেন লন্ডনে উন্নত চিকিৎসার জন্য আবেদনটি করা হয়েছে।

‘এরপরে খালেদা জিয়ার ভাই শামীম ইস্কান্দার, তার বোন সেলিমা ইসলাম এবং তার বোনের স্বামী রফিকুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একই বিষয়ে সাক্ষাৎ করেছিলেন। সেখানেও এই আবেদনের বিষয়ে কথা বলেছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর কাছে বলেছিলেন নির্বাহী আদেশে তাকে মুক্তি দেয়ার জন্য।’

তিনি বলেন, এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে আইনি প্রক্রিয়ায় আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০১ ধারার উপধারা (১) অনুযায়ী খালেদা জিয়ার যে সাজা, সেটা ছয় মাসের জন্য স্থগিত রেখে মুক্তি দেয়ার জন্য আমি মতামত দিয়েছি।

এক প্রশ্নের জবাবে আইনমন্ত্রী বলেন, কিছুক্ষণ আগে আমার মতামত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছি এবং আমি আপনাদের এখানে উল্লেখ করেছি যে, প্রধানমন্ত্রী এ ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন এবং তার নির্দেশ হচ্ছে আইনি প্রক্রিয়ায় দুই শর্তসাপেক্ষে তার দণ্ডাদেশ

স্থগিত রেখে তাকে মুক্তি দেয়ার জন্য।

অপর প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, একটা কথা পরিষ্কারভাবে বলতে চাই, এখানে বলা হচ্ছে না যে তিনি হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা নিতে পারবেন না। কিন্তু হাসপাতালে ভর্তির ব্যাপারে তার কন্ডিশনের ওপরে দেখা যাবে, সেই জন্যই কথাটা উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাসায় থেকে তিনি চিকিৎসা গ্রহণ করবেন।

আর এ কারণে খালেদা জিয়াকে বয়স বিবেচনায় মানবিক কারণে সরকার সদয় হয়ে দণ্ডাদেশ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, তার সাজাটা স্থগিত করা হয়েছে ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০১ ধারায় উপধারা (১) অনুযায়ী।

এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, তিনি হাসপাতালে নিশ্চয়ই যেতে পারবেন।

‘কিন্তু হাসপাতালে যদি ভর্তি হতে হয়, তাহলে বাংলাদেশের সবচেয়ে মানসম্পন্ন হাসপাতাল (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল) সেখানে তো তিনি আছেনই। সেখানে তো তার চিকিৎসা চলছেই। সেখানে ভর্তি হতে হবে, সেটা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বোঝা যাবে, কিন্তু শর্ত হচ্ছে, তিনি ঢাকাস্থ নিজ বাসায় থেকে চিকিৎসা গ্রহণ করবেন।’

আইনমন্ত্রী বলেন, ওই সময়ে তিনি দেশের বাইরে গমন করতে পারবেন না।’

জানতে চাইলে রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তা অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম যুগান্তরকে বলেন, আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাহী আদেশে খালেদা জিয়ার দণ্ডাদেশ স্থগিত করা হয়েছে। ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০১ ধারার উপধারা (১) মতে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এতে আদালতের কোনো অনুমতি লাগবে না। তিনি যদি খালাস পেতেন, তাহলে এক্ষেত্রে আদালতের নির্দেশনার প্রয়োজন পড়ত।

ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০১(১) ধারায় বলা আছে, কোনো ব্যক্তি কোনো অপরাধের জন্য দণ্ডিত হলে সরকার যেকোনো সময় বিনা শর্তে বা দণ্ডিত ব্যক্তি যা মেনে নেয় সেই শর্তে তার দণ্ড কার্যকর রাখা স্থগিত রাখতে বা সম্পূর্ণ দণ্ড বা দণ্ডের অংশ বিশেষ মওকুফ করতে পারবেন।

শর্ত দুটির বিষয়ে আইনমন্ত্রী বলেন, খালেদা জিয়ার দণ্ড স্থগিত থাকাবস্থায় তাকে ঢাকাস্থ নিজ বাসায় থেকে চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে।

তবে চিকিৎসার প্রয়োজনে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে (বিএসএমএমইউ) যেতে পারবেন। এছাড়া দণ্ড স্থগিত থাকাকালীন খালেদা জিয়া চিকিৎসা বা অন্য কোনও প্রয়োজনে দেশের বাইরে যেতে পারবেন না।

এদিকে দুদকের আইনজীবী মো. খুরশীদ আলম খান গণমাধ্যমকে বলেন, সরকার যে ধারায় খালেদা জিয়ার দণ্ড স্থগিত করেছেন; সেখানে দুটি শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে। তাই তিনি চাইলেই দণ্ড স্থগিত থাকা অন্যান্য আসামির মতো চলাচল করতে পারবেন না। সরকারের বেঁধে দেয়া দুটি শর্তের মধ্যেই তার সবকিছু সীমাবদ্ধ থাকবে।

বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ও খালেদা জিয়ার অন্যতম আইনজীবী খন্দকার মাহবুব হোসেন বলেন, সাজা স্থগিত থাকাবস্থায় পুলিশি নিরাপত্তার কোনো বিধান আইনে নেই। তবে নিরাপত্তাজনিত কারণে তার (খালেদা জিয়া) জন্য পুলিশি নিরাপত্তা রাখা হবে।

সুত্র-যুগান্তর

২৫ মাস পর কারামুক্ত হলেন খালেদা জিয়া

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া ২৫ মাস কারাগারে থাকার পর মুক্তি পেয়েছেন। মঙ্গলবার তার মুক্তির বিষয়ে আইনমন্ত্রীর ঘোষণার পর প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া শেষে বুধবার বিকাল ৪টা ১২ মিনিটে তিনি

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পৌঁছায়।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা শরীফ মাহমুদ অপু বুধবার দুপুরে গণমাধ্যমকে বলেন, প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের পর আজ দুপুর ১২টার দিকে ওই নথি আমাদের কাছে এসেছে। এখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি প্রজ্ঞাপন তৈরি করে কারা কর্তৃপক্ষকে পাঠাবে। এর পরই ওই ফাইল কারা কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছায়। এ পরিপ্রেক্ষিতে মুক্তি পান খালেদা জিয়া।

উল্লেখ্য, জিয়া এতিমখানা ট্রাস্ট ও জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় ১৭ বছরের কারাদণ্ড নিয়ে ২০১৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে কারাগারে বন্দি আছেন খালেদা জিয়া।

প্রথমে পুরান ঢাকার পরিত্যক্ত কেন্দ্রীয় কারাগারে রাখা হলেও গত বছর ১ এপ্রিল থেকে তাকে বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা দেয়া হয়।

খালেদার জামিনের জন্য আইনজীবীরা গত দুই বছরে বহুবার আদালতে গেছেন, কিন্তু জামিন হয়নি। এই প্রেক্ষাপটে মার্চের শুরুতে খালেদা জিয়ার সাময়িক মুক্তি চেয়ে পরিবারের পক্ষ থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আবেদন করার খবর আসে।

সুত্র-যুগান্তর

বিএসএমএমইউতে খালেদা জিয়ার মুক্তির চিঠি

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই মুক্তি হচ্ছে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার। তার মুক্তির চিঠি এরই মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) পৌঁছে গেছে। এই চিঠি নিয়ে গেছেন

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জেল সুপার ইকবাল কবির চৌধুরী।

বুধবার বেলা আড়াইটার দিকে এই কারা কর্মকর্তা বিএসএমএমইউয়ে চিঠিটি নিয়ে যান।

এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন বিএসএমএমইউয়ের উপাচার্য (ভিসি) কনক কান্তি বড়ুয়া।

তিনি বলেন, কারা কর্মকর্তাসহ হাসপাতালের পরিচালক খালেদা জিয়ার কেবিনের সামনে অবস্থান করছেন। তার মুক্তির জন্য আনুষ্ঠানিক সব কাজ শেষ করেছেন তারা।

খালেদা জিয়াকে গ্রহণ করতে বিএসএমএমইউয়ে অপেক্ষা করছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ পরিবারের সদস্যরা।

এর আগে খালেদা জিয়ার সাজা স্থগিতের আবেদনের ফাইলে স্বাক্ষর করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সেই ফাইল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হয়ে এরই মধ্যে কারা অধিদফতরে পৌঁছে গেছে। এখন কারা অধিদফতরের মুক্তির প্রক্রিয়ার শেষ করার অপেক্ষা।

কারা সূত্র জানায়, সাজা বাতিলের ফাইলটি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হয়ে বুধবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যায়। সেখানে স্বরাষ্ট্র সচিবের স্বাক্ষরের পর কারা অধিদফতরে যায়। কারা অধিদফতর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জেল সুপার ইকবাল কবির চৌধুরীর কাছে হস্তান্তর করবে। সেই কাগজ নিয়ে বিএসএমএমইউয়ে গিয়ে খালেদাকে মুক্তি দেবেন জেল সুপার।

আইজি প্রিজন্স ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোস্তফা কামাল পাশা জানান, ফাইলটি কারা অধিদফতরে এসেছে। খালেদা জিয়াকে মুক্তি দেয়ার আনুষ্ঠানিকতা চলছে।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জেল সুপার ইকবাল কবির চৌধুরী জানান, কারা অধিদফতর থেকে আমাকে ফোন দেয়া হয়েছিল। আমি কাগজটি নিতে অধিদফতরে যাচ্ছি।

মুক্তির শর্ত হিসেবে বাসায় অবস্থান করতে হবে খালেদা জিয়াকে। চিকিৎসা নিতে হবে দেশেই। সাজা মওকুফকালীন ছয় মাস তিনি বিদেশে যেতে পারবেন না।

এর আগে মঙ্গলবার বিকালে হঠাৎ করেই ডাকা সংবাদ সম্মেলনে খালেদা

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে।

আইনমন্ত্রী আনিসুল হক আজ মঙ্গলবার তাঁর বাসায় সংবাদ সম্মেলন করে এ তথ্য জানান।

এ সময়ের মধ্যে খালেদা জিয়া নিজ বাসায় থেকে চিকিৎসা নিতে পারবেন। তিনি বিদেশে যেতে পারবেন না। অন্য হাসপাতালেও চিকিৎসা নিতে পারবেন না।

মন্ত্রী বলেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অনুমোদন দিলেই তিনি মুক্তি পাবেন।

এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে বিদেশে পাঠানো মানে তাঁকে ‘সুইসাইডের’ মুখে ফেলা।

সুত্র-প্রথম আলো

বিএনপির সাংগঠনিক কার্যক্রম ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত স্থগিত

করোনোভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে আগামী ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত বিএনপির সব সাংগঠনিক কার্যক্রম বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে শুধু করোনা সচেতনতামূলক কার্যক্রম চলমান থাকবে। শনিবার রাতে দলের স্থায়ী কমিটির বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত হয়।

রোববার বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে জানানো হয়, দেশব্যাপী দলের সব পর্যায়ে চলমান কমিটি গঠন ও পুনর্গঠন কার্যক্রম আগামী ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

এর আগে করোনাভাইরাসের কারণে কারাবন্দি চিকিৎসাধীন বিএনপি

চেয়ারম্যান খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে ১১ মার্চের দেশব্যাপী বিক্ষোভ কর্মসূচিও বাতিল করেছিল দলটি।

প্রসঙ্গত ৮ মার্চ করোনা সংক্রমণ ধরা পড়ার পর এ পর্যন্ত এই ভাইরাসে দেশে চারজনের মৃত্যু হয়েছে। আক্রান্ত ধরা পড়েছেন ২৪ জন।

তারেক রহমানের ১৪তম কারাবন্দী দিবসের সভায় বিএনপি নেতা শরীফ

বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ১৪তম কারাবন্দী দিবস উপলক্ষে টুয়াডাঙ্গায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির আয়োজনে গতকাল শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় শহরের রজব আলী মার্কেটস্থ জেলা বিএনপির দলীয় কার্যালয়ে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য আবুবক্কর সিদ্দিক আবুর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ও জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য শরীফুজ্জামান শরীফ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএনপি নেতা শরীফুজ্জামান শরীফ বলেন, তারেক রহমান হচ্ছে আগামীর রাষ্ট্রনায়ক। তিনি বিএনপির একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তাঁকে তৎকালিন তত্বাবধায়ক সরকারের আমলে মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তার করে নির্মমভাবে নির্যাতন করা হয়। এই অত্যাচারে তিনি অসুস্থ হলে পরে জামিনে মুক্ত হয়ে এখন লন্ডনে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছেন।

এছাড়াও বিএনপি চেয়ারপার্সন ও তিনবারের সফল প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে বর্তমান সরকার রাজনৈতিক প্রতিহিংসা পরায়ন হয়ে মিথ্যা মামলা দিয়ে নির্জন কারাগারে রেখেছে। তাঁকে সঠিকভাবে চিকিৎসা প্রদান করা হচ্ছে না। এই সরকার বেগম জিয়াকে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তিনি আরও বলেন, সরকার এখন কী করছে, তা আর ভাবার সময় নেই।

এখন একটাই চিন্তা ও ভাবনা করতে হবে বেগম খালেদা জিয়াকে কীভাবে জেল থেকে মুক্ত এবং তারুণ্যের অহংকার তারেক রহমানকে দেশে ফিরিয়ে আনা হবে। আর বেগম জিয়ার জেল থেকে মুক্তি, তারেক রহমানকে দেশে ফিরিয়ে আনতে এবং এই সরকারের পতনের জন্য কঠোর আন্দোলনের কোনো বিকল্প নেই।’

জেলা জাসাস-এর সাধারণ সম্পাদক মো. সেলিমুল হাবিব সেলিমের উপস্থাপন আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য দেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ও পৌর কাউন্সিলর সিরাজুল ইসলাম মনি, জেলা মৎস্যজীবী দলের যুগ্ম আহ্বায়ক কামরুজ্জামান বাবলু, পৌর বিএনপির সাবেক সহসভাপতি খায়রুল ইসলাম, হাফিজুর রহমান মুক্ত ও পৌর বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ।

মেপ্র/আরপি

গাংনী উপজেলা ও পৌর যুবদলের আহবায়ক কমিটি গঠন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা ও পৌর যুবদলের আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। গত বুধবার মেহেরপুর জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল ইসলাম জাহিদ ও সাধারণ সম্পাদক কাউছার আলী এ কমিটির অনুমোদন দেন।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদল গাংনী উপজেলা আহবায়ক করা হয়েছে সাবেক ছাত্র নেতা মো: মালেক হোসেন চপল বিশ্বাস ও গাংনী সরকারী ডিগ্রী কলেজ ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি জাহিদুল ইসলাম জাহিদ কে সদস্য সচিব করে ৩১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়।

অপরদিকে গাংনী পৌর যুবদলের আহবায়ক করা হয়েছে পৌরসভার প্যানেল মেয়র ও ৮ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর সাহিদুল ইসলামকে ও ৯ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর এনামুল হককে সদস্য সচিব করে ২০ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের গাংনী উপজেলা আহবায়ক করা হয়েছে

সাবেক ছাত্র নেতা মো: মালেক হোসেন চপল বিশ্বাস সকলের সহযোগীতা কামনা করেন।

এদিকে সদ্য গঠিত এ কমিটিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন, মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন, সিনিয়র সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল আওয়াল,

সাংগঠনিক সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো, গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল হক, সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামান, ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান মনি, রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আলফাজ উদ্দীন সহ বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।

এছাড়াও মেহেরপুর সদর উপজেলা ও মুজিবনগর উপজেলা যুবদলেরও আহবায়ক কমিটি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

মেপ্র/আরপি

বিদ্যুৎ-পানির দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে সারা দেশে মানববন্ধন করবে বিএনপি

বিদ্যুৎ ও পানির দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে আগামী সোমবার সারা দেশে মানববন্ধন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বিএনপি।

শনিবার নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী এ কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

রিজভী বলেন, বিদ্যুৎ ও ওয়াসার পানির দাম বৃদ্ধির গণবিরোধী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আগামী ২ মার্চ (সোমবার) ঢাকা মহানগরসহ

সারাদেশে জেলা সদর ও মহানগরে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হবে।

ঢাকায় ওই মানববন্ধন জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বেলা ১১টায় শুরু হয়ে ১২টা পর্যন্ত চলবে বলে জানান তিনি।

তিনি আরও বলেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর থেকে গত ১২ বছরে মোট ১৩ বার ওয়াসার পানির দাম বেড়েছে। একই সময়ে পানির দাম প্রায় চার গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

রিজভী বলেন, আগামী এপ্রিল মাস থেকে গ্রাহকদের আগের চেয়ে ২৫ শতাংশ বেশি দাম দিয়ে ওয়াসার পানি কিনতে হবে। তবে সেই পানি বিশুদ্ধ হবে কি না তার কোনো গ্যারান্টি নেই।

বিএনপির মুখপাত্র বলেন, গ্যাসের দাম বাড়ানোর পর গত বৃহস্পতিবার সরকারের নির্দেশে বিইআরসি কর্তৃক গ্রাহক পর্যায়ে বিদ্যুতের দাম বাড়ানো সম্পূর্ণরুপে জনস্বার্থ পরিপন্থি।

সরকারের এসব গণবিরোধী সিদ্ধান্ত নিজেদের লুটপাটকে অব্যাহত রাখা এবং দেশের মানুষকে শোষণ করে কঙ্কালসার বানানোই সরকারের একমাত্র উদ্দেশ্য বলে মন্তব্য করেন তিনি।

সুত্র-যুগান্তর

খালেদা জিয়ার জামিন আবারো নাকচ করলো হাইকোর্ট

জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় দণ্ডিত হয়ে কারাগারে আটক বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার জামিন আবেদন খারিজ করে দিয়েছে আদালত। অর্থাৎ এ দফাতেও জামিন পেলেন না খালেদা।

বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে আদালতে মামলার শুনানি শুরু হয়। সে

সময়ে হাইকোর্টের আদেশ অনুযায়ী খালেদা জিয়ার সর্বশেষ স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রতিবেদন আদালতে দাখিল করা হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) থেকে পাঠানো তার চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রতিবেদনে জানানো হয় যে, খালেদা জিয়া বিএসএমএমইউ হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসার জন্য সম্মতি দেননি।

এরপর খালেদা জিয়ার আইনজীবীরা বিশেষায়িত হাসপাতালে তার উন্নত চিকিৎসার জন্য হাইকোর্টে আবেদন জানান।

কিন্তু আদালত তার স্বাস্থ্য রিপোর্ট পড়ে সেই আবেদন খারিজ করে দেন।

রিপোর্টে, খালেদা জিয়ার ডায়াবেটিস, শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে আছে উল্লেখ রয়েছে বলে জানা গেছে।

তবে বিএসএমএমইউ-তে উন্নত চিকিৎসা সম্ভব উল্লেখ করে আদালত নির্দেশ দিয়েছে যেন খালেদা জিয়ার সম্মতির ভিত্তিতে দ্রুত তার চিকিৎসা শুরু করা হয়।

বৃহস্পতিবার বিচারপতি ওবায়দুল হাসান ও বিচারপতি এ কে এম জহিরুল হকের হাইকোর্ট বেঞ্চে প্রতিবেদনটি দাখিল করেন সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল মো. আলী আকবর।

এর আগে গত রোববার উন্নত চিকিৎসার জন্য খালেদা জিয়া সম্মতি দিয়েছেন কিনা, সম্মতি দিলে চিকিৎসা শুরু হয়েছে কিনা এবং চিকিৎসা শুরু হলে কী অবস্থা তা জানাতে বিএসএমএমইউ এর উপাচার্যকে নির্দেশ দিয়েছিলেন হাইকোর্ট।

মেপ্র/আরপি